এ. কে. ডি. প্রোডাক্সনের নিবেদন

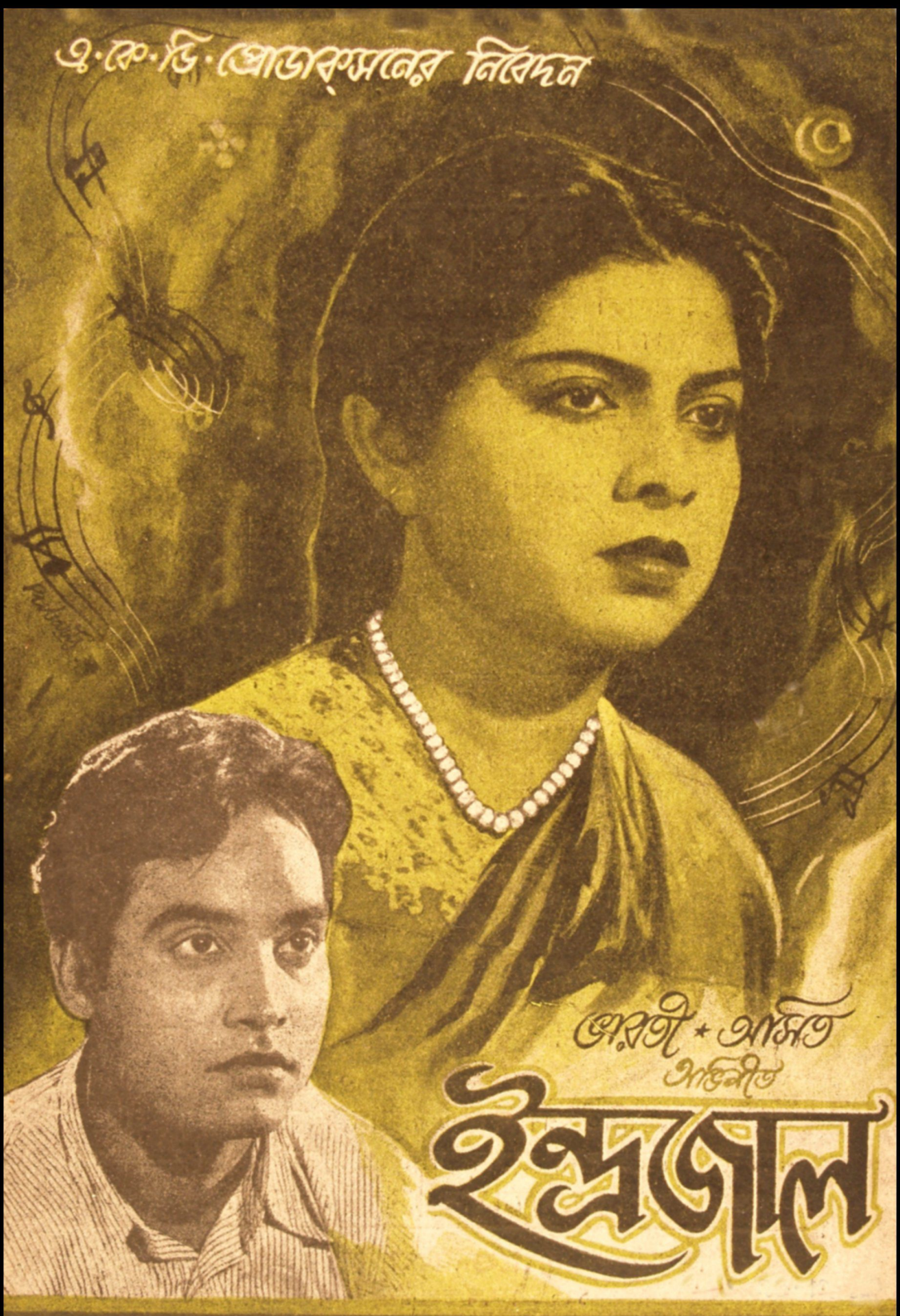

ভারতী * আসিত
অভিনীত

ইন্দ্রজাল

গোল্ডেন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স লিঃ

এ, কে, ডি, প্রোডাক্‌সনের

❋ ইন্দ্রজাল ❋

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—অমর দত্ত
সঙ্গীত পরিচালনা—গোপেন মল্লিক
সহযোগীতা—গৌরী কেদার ভট্টাচার্য্য

কাহিনী—রাইকৃষ্ণ বন্দ্যোঃ
সংলাপ—প্রণব রায়
গীত রচনা—প্রণব রায়, চারু মুখার্জ্জি, সত্য রায়, সমিদা
অর্কেষ্ট্রা—এইচ, এম, ভি
ব্যবস্থাপনা—যোগেশ মুখার্জ্জি
রূপ সজ্জা—অভয় দে

চিত্র গ্রহণ—অনিল গুপ্ত
শব্দ গ্রহণ—অবনী চ্যাটার্জ্জি (গান) মান্না লাডিয়া (সংলাপ)
সম্পাদক—রমেশ যোশী
শিল্প-নির্দ্দেশক- গুপী সেন
নৃত্য-পরিচালনা—অতীন লাল
স্থির চিত্র—মদন গোপাল আচার্য্য

রসায়নাগার—বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরী ও ইষ্টার্ণ টকিজ লিঃ

বেঙ্গল ন্যাশনাল ও কালী ফিল্মস্ এবং এম. এণ্ড টি (বোম্বে) ষ্টুডিওতে R. C. A. শব্দ যন্ত্রে গৃহীত।

প্রধান ব্যবস্থাপনায়—হাবলা চন্দ্র

— সহকারীগণ —

পরিচালনায়—অজিত দত্ত, রাইকৃষ্ণ বন্দ্যো, সুধাংশু ঘোষ
সুরশিল্পে—জানকী দত্ত
চিত্র শিল্পে—অনিল ঘোষ, আশু দত্ত, সুনীল
শব্দযন্ত্রে—ধীরেন পাল, রমাপদ, কুমার
সম্পাদনায়—অনাত মুখার্জ্জী, নরেশ, সঞ্জীত
শিল্প নির্দ্দেশে—সুজিত দাস
ব্যবস্থাপনায়—বিধু ঘোষ, সন্তোষ, বাসু

০ রূপায়ণে ০

ভারতী দেবী, অসিত বরণ, পাহাড়ী সান্ন্যাল, বিকাশ রায়, নীলিমা দাস, মায়া বসু, ধীরাজ দাস, সুখেন দাস, পান্নালাল বসু (কাওয়াল), পশুপতি, কালী গুহ, বাদল দাস এবং কুকু (বাংলা ছবিতে প্রথম)।

একমাত্র পরিবেশক—গোল্ডেন ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স লিমিটেড্
১৭৯।১এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

০ ইন্দ্রজাল গল্পের সারাংশ ০

নিজের শিশু-সন্তান চোখের সামনে অনাহারে কুঁকড়ে শুকিয়ে মরবে, এ সহ্য করা সম্ভব নয়; তাই অনাহারক্লিষ্ট পিতা তার শিশু-সন্তানকে রাত্রির অন্ধকারে অট্টালিকার দ্বারপ্রান্তে রেখে প্রার্থনা করে "ভগবান, তোমারই দান তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম।"

ভাগ্যের পরিহাসে এই শিশু মানুষ হ'ল এমন এক ভিখারীর আড্ডায় যেখানে সুস্থ ও সবলকে পঙ্গু করে ভিক্ষার নামে ব্যবসা চালান হয়। কম্‌লি তাকে কুড়িয়ে এনেছিল, মানুষ করার ভারও স্বেচ্ছায় সে নিয়েছিল। নিঃসন্তান ভিখারিণী কম্‌লির হৃদয়ে মাতৃস্নেহ তরঙ্গায়িত হ'য়ে ওঠে।

খোকা বড় হয়ে ওঠে পেশাদারী ভিখারীর আড্ডায়। রাতের আসরে চুম্‌কির প্রাণ মাতান নাচ আর গান খোকাকে আকৃষ্ট করে। সঙ্গীতের প্রতি জন্মগত আকর্ষণ তার তীব্র থেকে তীব্রতর হ'য়ে ওঠে।

খোকা মাকে বলে "আমি গান গেয়ে ভিক্ষা করব।" মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ কম্‌লি বলে "না, ভিক্ষে করা পাপ।" কম্‌লির অজস্র উপদেশ খোকার ভদ্র মনকে জাগিয়ে তোলে। সর্দ্দারের আদেশ অনুযায়ী বোবা সেজে ভিক্ষে করতে খোকা আপত্তি জানায়; ফলে ক্ষিপ্ত সর্দ্দার জিভ কেটে তাকে জন্মের মত বোবা করে দিলে। কম্‌লি এ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে খোকাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়ে দলের সকলকে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দিলে।

সঙ্গীতজ্ঞ নরেন্দ্রনাথ ভোর বেলা দরজার সামনে রক্তাক্ত খোকাকে দেখে ভিতরে তুলে নিয়ে যান। উপযুক্ত পরিচর্য্যার ফলে খোকা সুস্থ হ'য়ে ওঠে। পরিচয়হীন বোবা খোকার কোন ব্যবস্থা না করতে পেরে নরেন্দ্রনাথ তাকে নিজের বাড়ীতেই থাকতে দেন। নরেন্দ্রনাথের একমাত্র মেয়ে শিখা খোকার নূতন নাম-করণ করল জয়ন্ত।

অনাদর ও অবহেলার মাঝে জয়ন্ত বড় হয়ে ওঠে। নরেন্দ্রনাথ শিখাকে লেখা-পড়া, গান-বাজনা, সব কিছুই শেখায়—আর জয়ন্ত সবার অগোচরে জন্মগত প্রতিভাবলে সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে ওঠে। কণ্ঠে তার ভাষা নেই তাই সে কবিতা রচনা করে, গান লেখে, সুর তৈরী করে কাগজের বুকে।

অনাদর আর অবহেলা জয়ন্তর জীবনে নূতন নয়, তবুও যুবক জয়ন্ত যুবতী শিখার অপমান সহ্য করতে পারে না। মূক জয়ন্ত তার রচনা নিয়ে গ্রামোফোন আর রেডিও অফিসের দরজায় দরজায় ঘোরে। বাইরের লোকে ভাষাহীন জয়ন্তকে ফিরিয়ে দেয়। কথা কইতে না পারার ফলে তার প্রতিভা কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। শিখা, নরেন্দ্রনাথ, দুনিয়ার প্রত্যেকটি লোক তাকে অপদার্থ মনে করে, —কাজেই বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। জয়ন্ত কিন্তু আত্মহত্যা করতে পারে না, কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে ফিরিয়ে আনে মৃত্যুর হাত থেকে। গভীর রাত্রে উন্মত্ত জয়ন্ত তার মনের সমস্ত আবেগ, অনুভূতি, রাগ আর দুঃখ ঢেলে দেয় পিয়ানোর বুকে। সমুদ্রের গর্জ্জনের মত পিয়ানোর সুর তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। সুরের ইন্দ্রজাল, শিখা আর নরেন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করে। জয়ন্তর প্রতিভার কাছে মাথা নীচু করে তারা।

জয়ন্তর প্রতিভা বিকশিত হয়ে ওঠে। নরেন্দ্রনাথ আর শিখা পুরানো দিনের অনাদর অবহেলাকে মুছে ফেলে তাদের সেবা দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে আর ভালবাসা দিয়ে। জয়ন্তর জীবন বদলে গেছে—নরেন্দ্রনাথ তাকে ভালবাসে, শিখা তাকে যত্ন করে। নরেন্দ্রনাথের পুরাণো ছাত্র নির্ম্মল তার কণ্ঠ দিয়ে জয়ন্তর সৃষ্টিকে রূপায়িত করে, জনসাধারণের সামনে জয়ন্তর প্রতিভাকে বিকশিত করে তোলে।

জয়ন্তর প্রতিভা আজ জনসাধারণের মাঝে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। জয়ন্ত আজ সুপ্রতিষ্ঠিত কবি এবং সুরকার। বাহ্যিক জগতে মানুষ যা কিছু চায় তার সবই জয়ন্ত আজ পেয়েছে কিন্তু তবু কি সে সুখী?—মূক জয়ন্তর মানস লক্ষ্মী শিখা ভালবাসে নির্ম্মলকে। জয়ন্তর প্রতিভাকে সে শ্রদ্ধা করে—কিন্তু মূক জয়ন্তকে কোন দিনই ভালবাসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বোবা জয়ন্ত ভুল বুঝে'ছল, সে ভুল যে দিন ভাঙ্গল জীবন তার কাছে অর্থহীন হয়ে গেল, মূক জয়ন্তর মুখর প্রাণ স্তব্ধ হয়ে গেল। তার সৃষ্টি স্তম্ভিত হয়ে গেল। শিখা, নরেন্দ্রনাথ, নির্ম্মল আর সমস্ত দর্শকের কাছে আজ প্রশ্ন এসেছে, স্রষ্টা বড় না তার সৃষ্টি বড়। মানস-লক্ষ্মী যদি অন্তর্ধান করে তবে স্রষ্টা কি বাঁচতে পারে, তার সৃষ্টি কি আর সম্ভব? * * * * *

— সঙ্গীত —

—কেলোর গান—

(১)

আরাম কাঁহা আরাম কাঁহা
দুনিয়ামে গরীবোঁকো কহিয়ে
আরাম কাঁহা আরাম নেহি
রোনাহি লিখা হ্যায় কিসমৎ মে
ব্যস ইসকে সেবা কুছ কাম নেহি
এক ও হ্যায় জো ফুলমে পলে
এক ও হ্যায় জো কাঁটোপে চলে
বাতলায়ে কই যায় কাঁহা
দুনিয়ামে খুসিকা নাম নেহি
আরাম কাঁহা আরাম নেহি॥

রচনা—সায়িদা

—কুক্কুর গান—

(২)

একটু দাঁড়াও ও বাবুজী, আমার এ গান শোনো
অনেক সময় আছে তোমার নেইকো ত্বরা কোনো
ফুল ফাগুনের কোয়েল আমি তুমি যে দিলদার
আমার সুরে বাজবে তোমার প্রাণের সুর-বাহার
আমার গানের এমন গুণ, আনে যৌবনে ফাগুন
দাও বাবুজী আমার গানের দু'চার আনা দাম
তোমার যা খুসি হয় দাম
তোমায় সেলাম্ বাবুজী লাখো সেলাম্।
(আমি) দিল্লী থেকে এনেছি গান, বোম্বাই থেকে সুর
ঠাণ্ডা হাওয়ার মত এ গান নেশাতে ভরপুর
(বাবুজী) একটু শুনে যাও প্রাণের পেয়ালা ভরে নাও
আমি সুরের সাকী তুমি ওমার-খায়াম
দাও বাবুজী আমার গানের দু-চার আনা দাম
তোমার যা খুসি হয় দাম্
তোমায় সেলাম্ বাবুজী লাখো সেলাম্।

রচনা—প্রণব রায়

—শিখার গান—

(৩)

দোলা দিয়ে যায় কে দোলা দিয়ে যায়
(মোর) মনের এই মধুবনে কুসুম
দোলায়
চঞ্চল চৈত্র এল আমার বিহ্বল বকুল
বনে গো
স্বপ্নের অঞ্জন পরাল কে এই দুটী
নয়নে গো
যৌবন পূর্ণিমা রাতে মম কে যেন
বেণু বাজায়।
(বুঝি) কোন মায়াবী তার ইন্দ্রজালে
এক নিমিষে মোর ঘুম ভাঙ্গালে
(আহা) মন রাঙ্গালে
পাষাণ প্রতিমা যেন প্রাণ পেল গো
সোণার ছোঁয়ায়॥

রচনা—প্রণব রায়

—ভিখারীর গান—

(৪)

মরণ পথের যাত্রী ওরে জীবন পথে চল্
এই অবেলায় ঝরাস্ কেন প্রাণের শতদল,
জীবন শুধু কাঁটায় ভরা একিরে তোর ভুল
চোখ মেলে দ্যাখ্ চলার পথে ছড়িয়ে আছে ফুল,
যে মেঘেতে আগুন আছে সেইত ঝরায় জল।
ভালবাসা নাই পেলি তুই, সে নয় পরাজয়
হৃদয় যে তোর দেওয়ার কাঙ্গাল পাওয়ার কাঙ্গাল নয়
(ও তোর) ভালবেসেই বুক ভরেছে, দুঃখ কোথায় বল
যতই আঘাত লাগবে রে তোর জীবন-বীণার তারে
ততই যে গান উঠবে বেজে মধুর ঝঙ্কারে
(ও তোর) প্রাণের পূজা গানের মাঝেই হবে যে সফল॥

রচনা—প্রণব রায়

—নির্ম্মলের গান—

(৫)

এ জীবনে যারা পেল না কিছুই
শুধু করে গেল দান
সুরে সুরে আমি রচেছি তাদেরই গান
এ জীবনে যারা সব-হারাবার দলে
আলো দিয়ে যারা নিজে শিখা হয়ে জ্বলে
যাদের জীবনে মধু-বসন্ত না আসিতে অবসান
তাদেরই হাসির আড়ালে রয়েছে গোপন
অশ্রুধারা
(বল) কার অভিশাপে তাদেরই সুখের
শুকতারা হ'ল হারা
তবু একদিন ব্যথা হবে মধুময়
এ জীবনে হায় কিছুত বিফল নয়
নব ঝঙ্কারে সকল বেদনা পাবে ভাষা পাবে
প্রাণ॥

রচনা—প্রণব রায়

—নির্ম্মলের গান—

(৬)

আজি মুখরিত হ'ক যত গান
সুরে সুরে বয়ে যাক্ বেদনার নির্ঝর
ক্রন্দন হ'ক অবসান।
ফেলে আসা দিনগুলি,
হৃদি মোর যাক্ ভুলি,
মলয়ার হিন্দোলে পল্লব সম আজ
থর-থর কাঁপুক এ প্রাণ।
নিখিল ভুবনে কাঁদে যত ব্যথাতুর
আজি এই গান শুনে
স্বপনের জাল বুনে,
বেদনারে করুক মধুর।
চলে যাক করি জয়
অজানার যত ভয়
জীবনের কল্লোল বয়ে যাক্ উচ্ছল
ভুলে যাক্ ব্যথা অভিমান॥

রচনা—চারু মুখোপাধ্যায়

—গাড়োয়ানের গান—

(৭)

ইয়ে দুনিয়া হায় দৌলত কি
দৌলত কো হরদম
বাঢ়হায়ে চলাচল বাঢ়হায়ে চলাচল
বাঢ়হে য্যায়েসে য্যায়েসে ইয়ে পহিয়ে
কি থড়কন
ঘাটে ওয়াসে ওয়াসে তেরে দিলকী
ধড়কন।
হো গামছুর খুশীয়াঁ মনায়ে চলাচল
দুরাহা চৌরাহা গুজরনা সমভলকর
কাঁহী দেখ ভুলেসে খানানা টক্কর
তু গাগাকে সবকো রিঝায়ে চলাচল
ঝুমকে চলতা মস্তিমে মস্তানা মেরা
ঘোড়া ও লালাজী ও বাবুজী
যব দিওয়ানা ম্যায় হুঁ তো দিওয়ানা
মেরা ঘোড়া
সোয়ারী ভী খুস্ হো উড়ায়ে চলাচল।

রচনা—সত্য রায়

—নির্ম্মল ও শিখার গান—

(৮)

শুধু আজি নয় জনম জনম তুমি থেকো মোর পাশে
চাঁদ ও চাঁদিনী যেমন নিশীথে জেগে রয় নীল আকাশে
তুমি তরু হলে হব ভীরুলতা
অবহেলা পেলে আমি পাব ব্যথা
আমি ফুল হ'লে সুরভি হয়োগো ক্ষণিকের অবকাশে।
(মোরা) দোঁহে যেন হংস-মিথুন সুদূর চাঁদের দেশে
পথ ভুলে এই ধরার ধূলায় এসেছি গো ভালবেসে
জীবনের ফুল ফোটার বেলায়
দিনগুলি যায় স্বপন লীলায়
দুজনায় মিলে একই মালা গাঁথি মিলনের মধুমাসে॥

রচনা—**চারু মুখোপাধ্যায়**

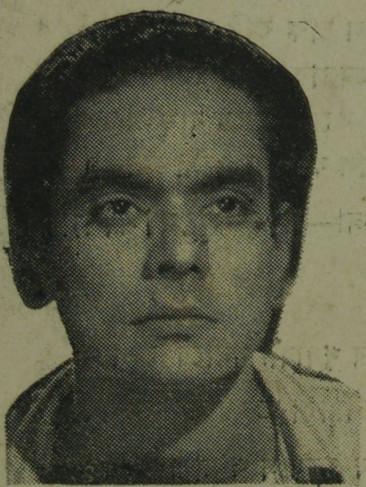

—নির্ম্মলের গান—

(৯)

মোর শেষের গানটি রেখে গেলাম শুধু তারই তরে
যে আমারই গান কণ্ঠে নিয়ে এলো আমার পরে
এ নয় আমার মৌন প্রাণের মুখর অভিমান
এ যে আমার বিদায় বেলার দান
শেষ প্রদীপের আলোয় লেখা সবার অগোচরে।
খেলা ঘরের ভাঙ্গল খেলা এবার ছুটীর পালা
ওগো আমার মানস-লক্ষ্মী ফিরায়ে লও মালা
এবার ফিরায়ে লও মালা।
(আজ) নিভে যাওয়া তারার দেশে
বিদায় নিলাম করুণ হেসে
আমার মালা ভালবেসে দিও তারই করে।

রচনা—**প্রণব রায়**

1950

গোল্ডেন ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স, ১৭৯।১এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত; গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং লিঃ, হাওড়া হইতে মুদ্রিত।